এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

নবম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ১১, সাপ্তাহিক ১৫ই মার্চ ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 15th March. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 9, Issue 11, Rs. 2

পূর্ণিমার আলোয় তৈরি ‘ফুল মুন টি’ আলিপুরদুয়ারের চা বাগানে অনন্য উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও সবুজ চা বাগানে ঘেরা উত্তরবঙ্গের অন্যতম সুন্দর জেলা আলিপুরদুয়ার জেলা । এই জেলারই পরিচিত একটি চা বাগান মাঝেরডাবরি চা বাগান, যেখানে নানা ধরনের চা উৎপাদনের জন্য বাগানটি সুপরিচিত।

এখানে সাধারণত সি.টি.সি-- কাটিং, ট্যুইস্টিং এবং কার্লিং পদ্ধতির চা, ফার্স্ট ফ্ল্যাশ, গ্রিন টি, ব্লু টি-সহ একাধিক ধরনের চা তৈরি করা হয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই বাগানে শুরু হয়েছে এক অভিনব উদ্যোগ; ‘ফুল মুন টি’ নামে এক বিশেষ ধরনের চা উৎপাদন।

এই চা তৈরির পদ্ধতি অন্যান্য চায়ের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। ‘ফুল মুন টি’-র জন্য চা পাতা সংগ্রহ করা হয় শুধুমাত্র রাতের বেলায়। অন্ধকারে কৃত্রিম আলো জ্বালিয়ে শ্রমিকরা গাছ থেকে পাতা তোলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই পাতা কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করে চা তৈরি করা হয়।

চা বিশেষজ্ঞদের মতে, রাতের সময় চা গাছ অপেক্ষাকৃত শান্ত বা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। সেই সময় পাতা সংগ্রহ করলে চায়ের প্রাকৃতিক সুবাস বা এরোমা অক্ষুণ্ণ থাকে। বিপরীতে দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় গাছ সক্রিয় থাকায় পাতা তোলার পর প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় অনেক ক্ষেত্রে সেই সুবাসের কিছুটা অংশ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই রাতের অন্ধকারে পাতা তুলে চা তৈরি করলে তার গুণগত মান অনেক বেশি উন্নত হয়।

এই বিশেষ চায়ের স্বাদ ও গন্ধ অন্যান্য চায়ের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা বলেই দাবি বাগান কর্তৃপক্ষের। আন্তর্জাতিক বাজারে এই চায়ের দামও অত্যন্ত বেশি;একেক কেজির মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় কর জানান, বছরে মাত্র তিনটি বিশেষ পূর্ণিমা; কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা, বুদ্ধ পূর্নিমা, এবং দোল পূর্নিমা ;এই তিন সময়েই চা পাতা সংগ্রহ করা হয়। সেই পাতা থেকেই তৈরি হয় সুগন্ধি ‘ফুল মুন টি’।

তিনি আরও জানান, ধীরে ধীরে এই চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে এর উৎপাদন বাড়ানোর সম্ভাবনাও খ তিয়ে দেখা হচ্ছে।

চা পাতা তোলার সময় বাগানের আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যায় এক আলাদা উচ্ছ্বাস। অনেকেই তখ ন নাচ-গানে মেতে ওঠেন, যা এই রাতের চা সংগ্রহের মুহূর্তকে আরও উৎসবমুখর করে তোলে।

মুম্বাইয়ে ‘ভ্যালিয়ান্ট ফেম আইকন রাইজিং স্টার অ্যাওয়ার্ড’-এ সম্মানিত শিলিগুড়ির রোমি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃসঙ্গীত জগতে অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে মুম্বাইয়ে ভ্যালিয়েন্ট ফেম আইকন রাইজিং স্টার এওয়ার্ড এ সম্মানিত হ ে ল ন শিলিগুড়ির কন্যা রোমি। গত ৪ মার্চ মুম্বাইয়ের রবীন্দ্র নাট্য ম ন্দি ে ব আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মুম্বাইয়ের মেয়র ঋতু তাওড়ে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন।

রোমির এই সাফল্যে গর্বিত ও আনন্দিত তাঁর পরিবার। শিলিগুড়ির ঘোঘোমালি নিরঞ্জননগরের বাসিন্দা রোমির বাবা বিকাশ মুখার্জি, যিনি ভারতীয় রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, এবং মা মঞ্জু মুখার্জি, একজন চিত্রশিল্পী;মেয়ের এই সম্মান প্রাপ্তিতে অত্যন্ত খুশি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে মুম্বাইয়ের মেয়রের হাত থেকে এই সম্মান পাওয়াকে রোমির পরিবারের সদস্যরা বিশেষ গর্বের মুহূর্ত বলে মনে করছেন। সঙ্গীত জগতে তাঁর এই সাফল্য ভবিষ্যতে আরও বড় মাইলফলক তৈরি করবে বলেই আশাবাদী পরিবারের সদস্যরা।

এআই প্রযুক্তির প্রভাবে বদলে যাচ্ছে সাংবাদিকতার চেহারা মত অভিজ্ঞ সাংবাদিক চিত্রদীপ চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বর্তমান সময়ে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির প্রসার বিশ্বজুড়ে এক নতুন পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই প্রযুক্তিগত বিপ্লবের প্রভাব থেকে বাদ যায়নি সাংবাদিকতার ক্ষেত্রও। একসময় সংবাদ সংগ্রহ ও পাঠানোর পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তখন সাংবাদিকরা টেলিগ্রাম, ট্রাঙ্ক কল বুক করে ফোনে, ডাকযোগে চিঠি পাঠিয়ে অথবা টেলেক্সের মাধ্যমে সংবাদ পাঠাতেন। পরে ধীরে ধীরে ফ্যাক্স মেশিন এবং এসটিডি পরিষেবা চালু হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থায় কিছুটা গতি আসে। সেই সময় সংবাদপত্রও প্রধানত লেটার প্রেস প্রযুক্তিতে মুদ্রিত হতো।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির অগ্রগতিতে এই পুরো ব্যবস্থাতেই বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এখন সংবাদমাধ্যমের জগতে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। বর্তমান যুগকে অনেকেই ডিজিটাল বা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ বলে অভিহিত করছেন, যেখানে খবর পরিবেশন এবং প্রকাশের ধরন আগের তুলনায় অনেক বেশি দ্রুত ও প্রযুক্তিনির্ভর।

এই পরিবর্তনের ফলে সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের চিত্র বদলে যাচ্ছে। প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে না পারায় অনেক সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী তাঁদের পেশাগত জায়গা হারিয়েছেন। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগও আগের তুলনায় কিছুটা সীমিত হয়ে পড়ছে বলে মনে করছেন অনেকে।

এই প্রসঙ্গে মত প্রকাশ করেছেন চিত্রদীপ চক্রবর্তী, যিনি এই সময় পত্রিকার একজন মুখ্য সাংবাদিক ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ সংবাদকর্মী। তাঁর মতে, আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবে সাংবাদিকতার ধরন যেমন বদলাচ্ছে, তেমনই সংবাদ সংগ্রহের পদ্ধতি ও কৌশলও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ফলে এই নতুন বাস্তবতায় সাংবাদিকদের প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেদের দক্ষতা ক্রমাগত মানিয়ে নেওয়াই আগামী দিনের বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘণ্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে সাংবাদিকতা;চ্যালেঞ্জ ও নতুন সম্ভাবনা

প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে বিশ্বজুড়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য;প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলছে। এর বাইরে নেই সাংবাদিকতার জগতও। সংবাদ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সম্পাদনা থেকে শুরু করে সংবাদ পরিবেশনের পদ্ধতিও এখন প্রযুক্তির স্পর্শে দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এক সময় সংবাদ পাঠানো ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ একটি কাজ। সাংবাদিকরা দূরদূরান্ত থেকে টেলিগ্রাম, ডাকযোগে চিঠি, ট্রাঙ্ক কল বা টেলেক্সের মাধ্যমে সংবাদ পাঠাতেন। পরে ফ্যাক্স, এসটিডি ফোন এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির আগমনে সংবাদ পরিবেশনের গতি কিছুটা বাড়ে। আর এখন ইন্টারনেট, স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মুহূর্তের মধ্যেই বিশ্বের এক প্রান্তের খবর অন্য প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের মধ্যেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাংবাদিকতার নতুন সহযাত্রী হিসেবে উঠে এসেছে। তথ্য সংগ্রহ, ডেটা বিশ্লেষণ, দ্রুত প্রতিবেদন তৈরি কিংবা ভিডিও ও গ্রাফিক্স নির্মাণ;অনেক ক্ষেত্রেই এআই প্রযুক্তি সাংবাদিকদের সহায়তা করছে। ফলে কাজের গতি যেমন বাড়ছে, তেমনি নতুন নতুন সম্ভাবনার দরজাও খুলছে। তবে এই পরিবর্তনের সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও উঠে আসছে। প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কি মানবিক মূল্যবোধকে আড়াল করে দেবে? সংবাদ পরিবেশনে কি কমে যাবে মানবিক সংবেদনশীলতা? কারণ সাংবাদিকতা কেবল তথ্য পরিবেশন নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের জীবন, সমাজের বাস্তবতা এবং নৈতিক দায়িত্ববোধ।

তাই এআই প্রযুক্তিকে প্রতিযোগী হিসেবে নয়, বরং সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করাই সময়ের দাবি। প্রযুক্তির সুবিধা গ্রহণের পাশাপাশি সাংবাদিকদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, অনুসন্ধানী মনোভাব এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কারণ সত্য, নিরপেক্ষতা এবং মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মূল্যবোধই সাংবাদিকতার প্রকৃত শক্তি।

সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাংবাদিকতার রূপ বদলাবে;এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রযুক্তির ঝলকানির মাঝেও মানবিকতা, সত্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ যেন অটুট থাকে, সেটিই হওয়া উচিত আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সেই বিশ্বাস থেকেই সাংবাদিকতার এই পথচলা আগামী দিনেও সমাজকে আলোকিত করবে;এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

রেড এফএম 'রেড দিবস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এ সম্মানিত শিলিগুড়ির ড. শীলা দাশগুপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত রেড এফএম ৯৩.৫-এর 'রেড দিবস অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬'-এ তইনস্পিরেশনাল মাদার অ্যান্ড চেঞ্জমেকার অ্যাওয়ার্ডদ-এ সম্মানিত হলেন শিলিগুড়ির কৃতী ব্যক্তিত্ব ড. শীলা দাশগুপ্ত। তিনি একজন সার্টিফায়েড নিউমারোলজিস্ট ও স্ট্রেস-ফ্রি স্পিরিচুয়াল কোচ হিসেবে সুপরিচিত। বর্তমানে কর্মসূত্রে তিনি পরিবারসহ বেঙ্গালুরুতে থাকলেও তাঁর জন্ম ও শিকড় শিলিগুড়িতেই। এই সম্মানের খবর পৌঁছাতেই শিলিগুড়িতে তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে আনন্দ ও গর্বের আবহ ছড়িয়ে পড়ে।

বেঙ্গালুরুর ব্রিগেড গেটওয়ের ওরিয়ন মলে অনুষ্ঠিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখা বহু অনুপ্রেরণাদায়ী নারীকে সম্মান জানানো হয়। ড. শীলা দাশগুপ্তের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী হরিপ্রিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাল রেডিও লিমিটেড (রেড এফএম ও সূর্যন এফএম)-এর সিওও শিবা কে., জুরি সদস্য আর. এস. ধর্মেন্দ্র, বিশিষ্ট গায়ক অবিনাশ চেব্বি এবং ওরিয়ন মল ও কর্ণাটকের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

অনুষ্ঠানের সময় রেড এফএম-এর আরজে পৃথ্বীর সঙ্গে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে ড. শীলা দাশগুপ্ত বলেন, তআমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি নারী ও মায়ের মধ্যেই সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার অসীম শক্তি রয়েছে। আমার প্রচেষ্টা যদি সামান্য হলেও কারও জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। এই স্বীকৃতি আমাকে আরও বেশি মানুষকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য কাজ করতে উৎসাহ দেবে। পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সমর্থনের জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী সন্তানের মা হিসেবে সংসার, কাজ ও দায়িত্ব একসঙ্গে সামলানো সহজ ছিল না। কিন্তু ইতিবাচক মানসিকতার উদাহরণ কেউ দেখাতে সাহস করেনি, তাই আমাকেই সেই উদাহরণ হয়ে উঠতে হয়েছে।

সংগীত, কবিতা, আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশ, নিউমারোলজি এবং মানসিক সুস্থতা নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের কাজ বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সঙ্গীতে স্নাতক (বি.মিউজ.) ডিগ্রি অর্জন করা ড. শীলা দাশগুপ্ত একজন ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হোল্ডারও বটে। অতি স্বল্প সময়ে হনুমান চালিসা পাঠ করে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রেকর্ড গড়েছেন, যার মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেছেন যে ব্যস্ত আধুনিক জীবনের মাঝেও আধ্যাত্মিকতার চর্চা সম্ভব।

সহমর্মিতা, দৃঢ় মনোবল এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার মাধ্যমে মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার যে পথ তিনি বেছে নিয়েছেন, এই সম্মান সেই পথচলারই স্বীকৃতি। একজন মা, পথপ্রদর্শক এবং সমাজ পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা হিসেবে ড. শীলা দাশগুপ্তের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে অনেকের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উদযাপন, ভক্তদের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃশিলিগুড়ি শিবমন্দির আঠারোখাই এলাকার রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ৭ ও ৮ মার্চ দুই দিনব্যাপী নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভোর থেকে রাত পর্যন্ত নানা কর্মসূচিতে অংশ নেন আশ্রমের সন্ন্যাসী, ভক্ত ও এলাকার বহু মানুষ।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে মঙ্গল আরতির মাধ্যমে। এরপর সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে প্রভাতফেরি অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮টায় শ্রীশ্রী ঠাকুরের নিত্যপুজো সম্পন্ন হয় ভক্তদের উপস্থিতিতে। সারাদিন ধরে ধর্মসভা, ভজন, সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি এবং নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী জীবনানন্দ মহারাজ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় তাঁর উপস্থিতিতে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাঘবানন্দ মহারাজ, সুশান্তানন্দ মহারাজ, আত্মবোধানন্দ মহারাজ ও বিদ্যানন্দ মহারাজ। তাঁদের বক্তব্যে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের জীবনদর্শন, মানবপ্রেম ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার বার্তা তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিল্পীরা সঙ্গীত, ভজন ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল সারদা সংঘ শিলিগুড়ি টাউন শাখার সদস্যাদের পরিবেশিত গীতি আলেখ্য, যা দর্শক ও ভক্তদের মুগ্ধ করে।

এদিন অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পী শৌনক ভাদুড়ি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করে সকলের মন জয় করে নেয়। তাঁর অভিনয়ে ফুটে ওঠে ঠাকুরের বিখ্যাত বাণী; অবিশ্বাসে মেলায় কেষ্ট, তর্কে বহুদূর।দ শৌনকের সাবলীল অভিনয় ও সংলাপ দর্শক-ভক্তদের করতালিতে মুখর করে তোলে আশ্রম প্রাঙ্গণ। ছোটবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা যেভাবে বিকশিত হচ্ছে, তা উপস্থিত সকলেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সার্বিকভাবে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে এবং ভক্তদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে এক স্মরণীয় আয়োজন।অনুষ্ঠানেক্ষ্ম রামকৃষ্ণ শরনম ক্ষ্ম নামে গীতি আলেখ্য পরিবেশন করে গানের ভেলা নামক সংস্থা। তাতে অংশ নেন জয়িতা মিত্র, মমতা চক্রবর্তী, স্বাগতা সিনহা,মন্দিরা মুখার্জি, মৌমিতা সরকার, অনন্যা চক্রবর্তী, নন্দিতা ভৌমিক। তাল বাদ্যে অংশ নেন তাপস বিশ্বাস।

সুভাষ পল্লীতে ফুলেশ্বরী নন্দিনীর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ প্রতিবছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ বছরও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লীর ভিবজিওর ক্লাবে আয়োজিত হলো ফুলেশ্বরী নন্দিনীর বিশেষ অনুষ্ঠান। নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই নারী দিবসের ইতিহাস ও গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন ফুলেশ্বরী নন্দিনীর প্রধান উপদেষ্টা সুহাস বসু এবং সংগঠনের সভাপতি অনন্যা ভাদুড়ী। তাঁদের বক্তব্যে নারী শক্তির বিকাশ ও সমাজে নারীদের অবদানের

কথা উঠে আসে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নীলরতন কাঞ্জিলাল।

উদ্বোধনী সংগীত ‘জাগো নারী জাগোখ’ পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বুলবুল বোস ও লিপি মুখার্জী। এরপর একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল নারী দিবসের বিশেষ সম্মাননা প্রদান। এ বছর ফুলেশ্বরী নন্দিনীর পক্ষ থেকে শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ার শুভ্রা মজুমদারকে সম্মান জানানো হয়। প্রায় তিন দশক ধরে টিউশন পড়িয়ে নিজের ভাইকে নিয়ে সংসার চালিয়ে যাওয়ার সংগ্রামী জীবনের জন্য তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এরপর সংগীত পরিবেশন করেন সত্যজিৎ মুখার্জী, বাসুদেব ভট্টাচার্য এবং অমিতা দত্ত। পাশাপাশি কবিতা আবৃত্তি করেন রত্না ব্যানার্জী, কণিকা দাস, জবা তরফদার, চিত্রা ভৌমিক, প্রদীপ কুমার দাশ, শমিত বিশ্বাস ও বেবি কাঞ্জিলাল।

প্রতি বছরের মতো এবারও সংগঠনের পক্ষ থেকে ষাটোর্ধ্ব সদস্যাদের নারী দিবসের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ বছর সেই সম্মান পান চন্দনা সাহা, জবা তরফদার ও শুভ্রা চৌধুরী।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুদীপ চৌধুরী, সমীর দাস এবং মৌসুমী মজুমদার। আর অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বনানী বর্মন ও সমীর তরফদার।

নারী দিবসে নারীর ক্ষমতায়নের বার্তা পিয়াসি রায়চৌধুরীর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ একসময় সমাজে নারীদের ভূমিকা মূলত ঘর ও রান্নাঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করা হতো। কিন্তু সময় বদলেছে। আজকের দিনে মেয়েরা সেই গণ্ডি পেরিয়ে জীবনের নানা ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা ও প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রেক্ষিতে এমনই বার্তা দিলেন পিয়াসি রায়চৌধুরী।

কলকাতার একটি স্বনামধন্য বেসরকারি হাসপাতালে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে কর্মরত পিয়াসি রায়চৌধুরী। পারিবারিক দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রেও তিনি নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। তাঁর স্বামী বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক চিত্রদীপ চক্রবর্তী। সংসার, স্বামী ও সন্তানকে সামলে পিয়াসিদেবী নিজের পেশাগত জীবনেও সমান সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন।

নিজের এই পথচলায় বিশেষভাবে যাঁর অবদান রয়েছে বলে তিনি মনে করেন, তিনি তাঁর শাশুড়ি মা শিউলি চক্রবর্তী। শিলিগুড়ির ক্ষুদিরাম পল্লীর বাসিন্দা শিউলি দেবীর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতাই তাঁকে এগিয়ে যেতে সাহস জুগিয়েছে বলে জানান পিয়াসি।

পিয়াসি রায়চৌধুরীর কথায়, আজকের দিনে মেয়েরা বারবার প্রমাণ করছেন যে প্রতিভা ও সৃজনশীলতায় তারা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। তাই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করা নারীদের যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মান দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, অতীতের মতো নারীদের অবহেলা করে পিছিয়ে রাখার সময় আর নেই; আজকের নারী নিজের শক্তি ও যোগ্যতায় সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

সততার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ডাস্টবিনে পড়ে থাকা সোনার গয়না গৃহবধূকে ফিরিয়ে দিলেন পৌরসভার কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃআজকের সময়েও যে সততা ও মানবিকতা সমাজে জীবিত রয়েছে, তার এক অনন্য উদাহরণ সামনে আনলেন বসিরহাট পৌরসভার এক 'নির্মল বন্ধু' কর্মী। ভুলবশত আবর্জনার সঙ্গে ফেলে দেওয়া কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না খুঁজে পেয়ে তা প্রকৃত মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিলেন দাউদ শেখ নামে ওই পৌরকর্মী।

জানা গেছে, বসিরহাট পৌরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাপসী বিশ্বাস গত শনিবার সকালে ঘর পরিষ্কার করার সময় অসাবধানতাবশত নিজের প্রায় তিন ভরি সোনার গয়না আবর্জনার সঙ্গে ডাস্টবিনে ফেলে দেন। প্রতিদিনের মতো ওই এলাকার 'নির্মল বন্ধু' কর্মী দাউদ শেখ যখন ময়লা সংগ্রহ করতে আসেন, তখন তাপসী দেবী সেই ডাস্টবিনটি তাঁর হাতে তুলে দেন। এরপর দাউদ শেখ অন্যান্য দিনের মতোই আবর্জনা নিয়ে বসিরহাটের ময়লাখোলায় অবস্থিত মাতৃসদন বর্জ্য পদার্থ প্রসেসিং সেন্টারে চলে যান।

সেখানে ডাস্টবিন খালি করার সময় একটি প্যাকেট তাঁর নজরে আসে। প্যাকেট খুলে তিনি দেখতে পান তার মধ্যে রয়েছে প্রায় তিন ভরি ওজনের সোনার গয়না, যার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। বিষয়টি বুঝতে পেরে দাউদ শেখ দেরি না করে ঘটনাটি পৌরসভার কর্তৃপক্ষকে জানান এবং গয়নার প্রকৃত মালিককে খুঁজে বের করার উদ্যোগ নেন।

অন্যদিকে, গয়না হারিয়ে তাপসী বিশ্বাস দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। রবিবার সকালে দাউদ শেখ নিজে ওই গৃহবধূর পরিচয় যাচাই করার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে প্রসেসিং সেন্টারে আসতে জানান। তাপসী দেবী সেখানে পৌঁছে পরিচয়পত্র দেখিয়ে এবং গয়নাগুলি শনাক্ত করার পর দাউদ শেখ তাঁর হাতে সেগুলি তুলে দেন। এসময় পৌরসভার অন্যান্য আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

নিজের হারানো গয়না ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তাপসী বিশ্বাস। তিনি বলেন, আজকের দিনে এমন সততার পরিচয় পাওয়া সত্যিই বিরল। তিনি প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন যে আর কখনও গয়নাগুলি ফিরে পাবেন না। দাউদ শেখের সততা ও মানবিকতার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অন্যদিকে, দাউদ শেখ বিনয়ের সঙ্গে জানান, তিনি কেবল নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্যের জিনিস নিজের কাছে রাখার কোনো ইচ্ছা তাঁর নেই, তাই গয়নাগুলি মালিকের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরে তিনি আনন্দিত।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

আমাদের অঙ্গীকার

সংবাদপত্র শুধু খবর দেয় না, দিকনির্দেশও দেয়।

আমাদের অঙ্গীকার--

সত্যপ্রকাশ ,

সমাজের গঠনমূলক খবর তুলে ধরা ,

তরুন প্রজন্মকে অনুপ্রানিত করা,

স্থানীয় প্রতিভাকে সামনে আনা।

আমরা বিশ্বাস করি, একটি ইতিবাচক সংবাদ অনেক সময় একটি পরিবারের মনোবল বাড়িয়ে দিতে পারে। একটি সঠিক তথ্য একজন নাগরিককে সচেতন করে তুলতে পারে।

খবরের ঘন্টা থাকবে মানুষের পাশে--সততা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে

বাপি ঘোষ

সম্পাদক , খবরের ঘন্টা

মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান

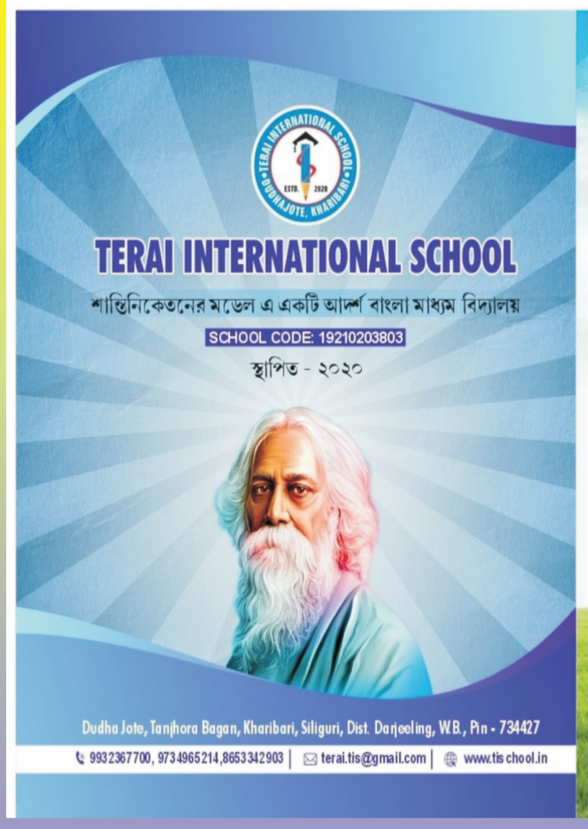

স্বত্তাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মূদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 9 Issue 11

RNI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)